রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ৪১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৪, ২০২১

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬০১—৬০৩
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৪৭—১৩৬৬
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩১৯—১৩৩০
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ: ১৭ ভাদ্র ১৪২৮/০১ সেপ্টেম্বর ২০২১

নং **২৩.০০.০০০০.০৪০.৯৯.০০৭.১৯.২৪৫**—যেহেতু জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদ, প্রধান আবহাওয়া কার্যালয়, হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা; বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ জমির উল্যাহ, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার-এর ছেলেকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ-এ তাঁর নামীয় হিসাব নম্বরের মাধ্যমে ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ টাকা ১,০০,০০০ (একলক্ষ টাকা মাত্র), ১১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ টাকা ২,৪৯,০০০ (দুইলক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) এবং নগদ ও বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা ৮৩,০০০/- (তিরাশি হাজার টাকা মাত্র) অর্থাৎ সর্বমোট টাকা ৪,৩২,০০০/- (চার লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) প্রতারণামূলক গ্রহণ করেছেন; তিনি চাকরি দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে নিয়োগ কমিটির কর্মকর্তাদের নাম ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষের ভাবমূর্তির ক্ষুণ্ন করেছেন। এছাড়া একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মচারী হওয়া সত্বেও অধীনস্থ কর্মচারী জনাব মোঃ জমির উল্যাহকে টাকা ধার দিয়েছেন মর্মে তাঁর লিখিত বক্তব্য এবং জবাবে উল্লেখ করেছেন, যা সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর ১০(১) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদ-এর উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির শামিল হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত বিধিমালার বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নম্বর ১/২০১৮) রুজু করে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের ২৮০ নং স্মারকমূলে তাঁর নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযোগনামায় তাঁকে কেন চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না বা এ বিধিমালার বিধান মতে অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না তার কারণ ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে দর্শানোর নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানতে চাওয়া হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদ, গত ২২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে তাঁর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ২৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি প্রদান করেন। উক্ত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের ৩৪৩ নং স্মারকমূলে জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন, উপসচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগসমূহ তদন্ত করে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদ-এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন; এবং

যেহেতু, উক্ত তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও বিভাগীয় মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের ১১৭ নং স্মারকমূলে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদ, গত ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জনাব প্রদান করেন। উক্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় প্রস্তাবিত 'গুরুদণ্ড' আরোপের বিষয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের ১৬৬ নং স্মারকমূলে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হলে উক্ত কমিশন ০১ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে কমিশনের ২৬ নং স্মারকমূলে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ জনাব মোঃ আবুল বাসারকে 'গুরুদণ্ড' হিসেবে "চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ" প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষন করেছে; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদ কর্তৃক তাঁকে প্রদানকৃত এ মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং ৪৯৯০/২০২০ মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ Summarily Reject করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে জনাব মোঃ আবুল বাসার সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ১৮১২/২০২০ দায়ের করেন, যা মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে; এবং

যেহেতু, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখের ১২৪ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে জনাব মোঃ আবুল বাসার কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে দায়েরকৃত সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল চলমান থাকায় "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮" অনুসারে তাঁকে চূড়ান্ত দণ্ড প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলে উক্ত বিষয়ে মাননীয় আপিল বিভাগ কর্তৃক কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/অন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রদত্ত না হওয়ায় 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' অনুসারে তাঁকে চূড়ান্ত দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে আইনগত কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১১ এপ্রিল ২০২১ তারিখের ৩৯ নং স্মারকের মাধ্যমে মতামত প্রদান করেছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি"-এর গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদ, প্রধান আবহাওয়া কার্যালয়, হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-কে সরকারি 'চাকরি থেকে বরখাস্ত' (Dismissal from Service) দণ্ড প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
সিনিয়র সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]

আদেশ

তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪২৮/০২ সেপ্টেম্বর ২০২১

নং ২৩.০০.০০০০.০৪০.৯৯.০০৭.১৯.২৪৫—যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদ, প্রধান আবহাওয়া কার্যালয়, হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা; বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ জমির উল্যাহ, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার-এর ছেলেকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ-এ তাঁর নামীয় হিসাব নম্বরের মাধ্যমে ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ টাকা ১,০০,০০০/- (একলক্ষ টাকা মাত্র), ১১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ টাকা ২,৪৯,০০০/- (দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) এবং নগদ ও বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা ৮৩,০০০/- (তিরাশি হাজার টাকা মাত্র) অর্থাৎ সর্বমোট টাকা ৪,৩২,০০০/- (চার লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) প্রতারণামূলক গ্রহণ করেছেন; তিনি চাকরি দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে নিয়োগ কমিটির কর্মকর্তাদের নাম ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন। এছাড়া একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মচারী হওয়া সত্বেও অধীনস্থ কর্মচারী জনাব মেঃ জমির উল্যাহকে টাকা ধার দিয়েছেন মর্মে তাঁর লিখিত বক্তব্য এবং জবাবে উল্লেখ করেছেন, যা সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর ১০(১) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদ-এর উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির শামিল হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত বিধিমালার বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নম্বর ১/২০১৮) রুজু করে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের ২৮০ নং স্মারকমূলে তাঁর নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযোগনামায় তাঁকে কেন চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না বা এ বিধিমালার

বিধান মতে অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না তার কারণ ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে দর্শানোর নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানতে চাওয়া হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদ, গত ২২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে তাঁর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ২৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি প্রদান করেন। উক্ত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের ৩৪৩ নং স্মারকমূলে জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন, উপসচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগসমূহ তদন্ত করে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদ-এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন; এবং

যেহেতু, উক্ত তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও বিভাগীয় মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের ১১৭ নং স্মারকমূলে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদ, গত ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব প্রদান করেন। উক্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় প্রস্তাবিত 'গুরুদণ্ড' আরোপের বিষয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ের ১৬৬ নং স্মারকমূলে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হলে উক্ত কমিশন ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে কমিশনের ২৬ নং স্মারকমূলে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ জনাব মোঃ আবুল বাসারকে 'গুরুদণ্ড' হিসেবে "চাকরি থেকে বরখাস্তকরণ" প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করেছে; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদ কর্তৃক তাঁকে প্রদানকৃত এ মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং ৪৯৯০/২০২০ মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ Summarily Reject করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে জনাব মোঃ আবুল বাসার সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ১৮১২/২০২০ দায়ের করেন, যা মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে; এবং

যেহেতু, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৬ মার্চ ২০২১ তারিখের ১২৪ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে জনাব মোঃ আবুল বাসার কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে দায়েরকৃত সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল চলমান থাকায় "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮" অনুসারে তাঁকে চূড়ান্ত দণ্ড প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলে উক্ত বিষয়ে মাননীয় আপিল বিভাগ কর্তৃক কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/অন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রদত্ত না হওয়ায় 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' অনুসারে তাঁকে চূড়ান্ত দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে আইনগত কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১১ এপ্রিল ২০২১ তারিখের ৩৯ নং স্মারকের মাধ্যমে মতামত প্রদান করেছে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি"-এর গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব মোঃ আবুল বাসার, সহকারী আবহাওয়াবিদ, প্রধান আবহাওয়া কার্যালয়, হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-কে সরকারি 'চাকরি থেকে বরখাস্ত' (Dismissal from Service) দণ্ড প্রদান করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ০৩ অক্টোবর ২০২১ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-১৫৩/৭৯(অংশ)-১৬৬**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, জন্ম তারিখ: ১০-০৩-১৯৮৬ খ্রিঃ, পিতা-মোঃ সোহরাব হোসাইন, মাতা-রাজিয়া বেগম, গ্রাম-উত্তর কামারগাঁও, ডাকঘর-কাঠিয়াপাড়া, উপজেলা-শ্রীনগর, জেলা-মুন্সিগঞ্জ)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার ০৮ নং ভাগ্যকূল ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনোয়ারুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব।